

## Neem: *Azadirachta indica* A. Juss; Family- Meliaceae

*Azadirachta indica*, belonging to family Meliaceae, is known as neem tree in Bengali, Nimba in Sanskrit and Margora tree in English, distributed in Southeast Asia. According to ancient lore, the neem tree is originated during the Samudra Manthan (Churning of the Ocean), when drops of Amrita (the nectar of immortality) fell upon the earth. Wherever these sacred drops touched the soil, neem trees sprouted, imbued with the power to heal and purify. In Hindu tradition, the neem tree is revered as Neemari Devi, a healing form of the Divine Mother, and as the abode of Goddess Sitala in Bengal, who controls diseases like smallpox. Devotees wave neem leaves to ward off fever-demons. Medicinal power is celebrated in the Mahabharata, where Nakula and Sahadeva healed warriors' animals. The tree's spiritual significance is deepened with Chaitanya Mahaprabhu, the Radha-Krishna incarnation, born under a neem tree and named Nimai, linking divine love with earthly healing. Thus, the neem embodies protection, medicine, and sacred energy in Hindu mythology. Neem has many medicinal values as nimbidin is the chief bitter principle of the oil. Fresh young leaves used as vegetable and taken after frying. Fresh tender twigs used to clean teeth. Seeds yield a non-drying oil, neem oil, used in skin affections. Neem leaves as antiseptic; flowers as tonic and stomachic and berries are purgative and emollient.

বাংলায় নিম বা সংস্কৃতে নিম্ব গাছটির বিজ্ঞান সন্মত নাম এজাডিরেক্টা ইন্ডিকা, পরিবার মেলিয়াসী। এটির ইংরেজি নাম নিম ট্রি বা মারগোসা ট্রি এবং এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃত। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, নিম গাছের উৎপত্তি হয় সমুদ্র মন্থনের সময়। এই সমুদ্র মন্থনের ফলে প্রাপ্ত অমৃতের থেকে পৃথিবীর বুকে যেখানে যেখানে অমৃতের ফোঁটা বর্ষিত হয়েছিল সেই স্থানে নিম গাছের উৎপত্তি বা জন্ম হয় এবং এটি নিরাময় ও বিশুদ্ধ পরিদার তৈরি করে। হিন্দুধর্মে নিম গাছকে নিমারী দেবী আক্ষা দেওয়া হয় কারণ ইনি ব্যাধি নিরাময়কারী দেবী হিসেবে পূজিত হন। আবার বাংলায় এটি গুটি বসন্তের দেবী মা শীতলার আবাসস্থল বলে গণ্য করা হয়। ভক্তগণ নিমের বাতাস দিয়ে জ্বরের অপদেবীকে দূরীকরণ করেন। মহাভারতে কথিত আছে যে নকুল ও সহদেব যুদ্ধে ব্যবহৃত পশুদের নিম তেল দিয়ে শুশ্রূষা করেন। রাধাকৃষ্ণের অবতার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একটি নিম গাছের তলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তাই তাঁর নাম হয়েছিল নিমাই যা পার্থিব অনুভূতির সাথে ঐশ্বরিক প্রেমের সংযোগ স্থাপন করে। হিন্দু পুরাণে নিম গাছ সুরক্ষা, ঔষধী এবং পবিত্র শক্তির প্রতীক। নিমের প্রচুর ঔষধি গুণ আছে কারণ নিম্বিডিন হল এই তেলের প্রধান তিক্ত উপাদান। এটির কচি পাতা সবজি হিসেবে ভেজে খাওয়া হয় এবং কোমল ডাল বা শাখা দাঁত পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করা হয়। এই গাছের বীজ থেকে একটি অ-উদ্বায়ী তেল পাওয়া যায়, যাকে নিম তেল বলে, যা ত্বকের রোগে ব্যবহার করা হয়। নিম পাতা এ্যান্টিসেপটিক, নিমফুল টনিক ও পেটের রোগ প্রতিরোধক ও নিমের ফল ক্ষত নিবারক এবং প্রসমণকারী।